NOV. 1 8 2000

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

289

দেশ জুড়ে এখন পরীক্ষার মৌসুম ॥ বাড়ছে শিক্ষার্থীদের ব্যস্ততা আর অভিভাবকদের উদ্বেগ

শরিফুজ্জামান পিন্টু

দেশ জুড়ে পরীক্ষার মৌসুম শুরু হয়েছে। প্রায় দেড় কোটি ছাত্রছাত্রী এখন পড়াশোনা ও পরীক্ষার ব্যাপারে খুবই সিরিয়াস। প্রথম শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত বার্ষিক পরীক্ষা, টেস্ট পরীক্ষা শেষে এসএসসির প্রস্তুতি, বৃত্তি পরীক্ষা, ডিগ্রী পরীক্ষা ও বিভিন্ন স্তরে ভর্তি পরীক্ষা উপলক্ষে দেশের বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী এখন পড়ার টেবিলে। গুনগুনিয়ে, সশব্দে বা মনে মনে পড়া মুখস্থ করতে ভীষণ ব্যস্ত। প্রত্যেকের সামনেই যেন মুখিয়ে আছে পরীক্ষা নামের ভয়াবহ ও আতঙ্কিত বিষয়। মেধাবী ও অধ্যবসায়ী ছাত্রছাত্রীদের যেন দম ফেলার সময় নেই। আর অভিভাবকদের চিরাচরিত উদ্বেগ-উৎকণ্ঠাও বেড়ে গেছে।

রাজধানী ঢাকাসহ গোটা দেশ এখন পরীক্ষাজ্বরে আক্রান্ত। বছর জুড়ে বিভিন্ন পরীক্ষা থাকলেও বছরের শেষ প্রান্তে এসে বার্ষিক পরীক্ষায় একজন শিক্ষার্থীর মেধা ও

(১১- পৃষ্ঠা ৬-এর কঃ দেখুন)

(প্রথম পাতার পর) **দেশ জুড়ে এখন**

পড়াশোনার চূড়ান্ত মূল্যায়ন হয়। প্রথম থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত সারা দেশে বার্ষিক পরীক্ষা চলছে বা শেষ হয়েছে। কোন কোন স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষা কয়েক দিনের মধ্যেই শুরু হবে। এই পরীক্ষায় পাস বা ফেলের ওপর একজন শিক্ষার্থীর পরবর্তী স্তরে ওঠা; না ওঠা নির্ভর করবে। তাই স্কুল পর্যায়ে বছরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্ষিক পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের প্রবল নাড়া দিয়েছে। এ বছর বেসরকারী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে পড়াশোনা পর্যাপ্ত হয়নি বলে ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে। এ কারণে সিলেবাস ভালভাবে শেষ হয়নি। অধিকাংশ স্কুলে তাড়াহুড়া করে গোঁজামিল দিয়ে শর্টকাটের মাধ্যমে সিলেবাস শেষ করা হয়েছে। বেসরকারী শিক্ষকদের ধর্মঘটের কারণে একটি মাস শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা হয়নি। শিক্ষকরা ছুটির দিনে অতিরিক্ত ক্লাস নিয়ে শিক্ষার্থীদের ক্ষতি পুষিয়ে দেবার অঙ্গীকার করলেও শেষ পর্যন্ত তাঁরা তা করেননি। কেবল কয়েকজন শিক্ষক নেতার প্রতিষ্ঠানে লোক দেখানো কিছু অতিরিক্ত ক্লাস নিয়ে তা ফলাও করে প্রচারের চেষ্টা করা হয়েছে।

ভ্যাকেশন ডিপার্টমেন্ট নামে খ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ বছরের তিন ভাগের দুই ভাগ সময়ই ছিল বন্ধ। যে কারণে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণের স্থানে মাকড়সা জাল বোনার সুযোগ পেয়েছে। বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতি সম্পর্কে শিক্ষার্থী বা অভিভাবকদের অধিকাংশই সন্তুষ্ট নয়। অবশ্য সচেতন ও শিক্ষিত অভিভাবকদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিকল্প কোচিং সেন্টার বা প্রাইভেট টিউটরদের ওপর বেশি ভরসা করতে হয়েছে। তবে এই চিত্র সর্বজনীন নয়। তাই অধিকাংশ মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র অভিভাবকের সন্তানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপরই বেশি ভরসা করতে হয়।

এদিকে টেস্ট পরীক্ষা শেষে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলছে। ১৬ নবেম্বরের মধ্যে শিক্ষাবোর্ড টেস্ট পরীক্ষার ফল প্রকাশের নির্দেশ দিলেও সব স্কুলে তা মানা হয়নি। তবে চলতি নবেম্বরের মধ্যে প্রায় সব স্কুলের ফল প্রকাশিত হবে। টেস্ট পরীক্ষার ফল পাবার পর ছাত্রছাত্রীরা নিশ্চিত হবে তারা আগামী এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে কিনা।

এদিকে বার্ষিক পরীক্ষার পর প্রাথমিক ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণেচ্ছুদের আলাদা প্রস্তুতি নিতে হবে। আজ শনিবার থেকে দেশজুড়ে শুরু হচ্ছে ডিগ্রী পরীক্ষা। আবার প্রথম ও ষষ্ঠ শ্রেণীসহ বিভিন্ন শ্রেণীতে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কোন কোন স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষা শেষে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে। এ বছর উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি পরীক্ষা আগেভাগে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চারটি ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষার তিনটি শুক্রবার পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে। জাহাঙ্গীরনগর, প্রকৌশল ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স প্রথম বর্ষে ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিভিন্ন অনার্স কলেজেও শুরু হয়েছে ভর্তি প্রক্রিয়া। সব মিলিয়ে সারা দেশে এখন পরীক্ষার মৌসুম চলছে। দেশের প্রায় প্রতিটি পরিবারের ওপর পরীক্ষার কিছু না কিছু প্রভাব পড়ছে। ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদের প্রস্তুতি, উৎকণ্ঠা বা ব্যস্ততা এখন কোন না কোন পরীক্ষাকে ঘিরে।